# সুরধুনী গঙ্গা

চিত্রশিল্পী বিদুলানাথ বসু
শ্রুতিলিখন ঃ পূবালীকা ভট্টাচার্য্য মৈত্র

একদিন নারদ চলেছেন স্বর্গের পথে দেবতাদের সঙ্গ লাভের জন্য। যাবার পথে তাঁর হঠাৎ কিছু বিকৃত বিকলাঙ্গ মানুষদের সঙ্গে দেখা হল। নারদ মুনি কিছু বুঝতে না পারায় ওই মানুষগুলিকে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা কারা? তোমাদের এমন দশা কেন হল? তাতে সেই চোখ মুখহীন, হাত-পা বিকৃত, মানুষগুলি উত্তর দিলেন আমরা সব বিভিন্ন রাগ রাগীনিরা আমাদের ভুল ভাবে গাওয়ার কারণে আমাদের দেহ বিকৃত হয়ে গেছে। মহামুনি নারদ আপনি স্বর্গে যাচ্ছেন, সেখানে দেবতাদেরকে আমাদের কথা বলবেন। তারা যদি কৃপা করেন তাহলে আমরা মুক্তি পাব। তখন নারদ মুনি ওদের শান্ত করে স্বর্গের পথে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর কে জানালেন তার অভিজ্ঞতার কথা এবং প্রার্থনা করলেন যাতে বিকৃত রাগ রাগিনীদের মুক্ত করা যায়, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু এই কাজের দায়িত্ব মহাদেবকে পালন করতে অনুরোধ করলেন, কারণ আদি সুর নৃত্য এবং তালের দেবতা হলেন মহাদেব, মহাদেব বললেন আমি গাইবো কিন্তু সেখানে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে উপস্থিত থাকতে হবে। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু রাজি হলেন। এবং মহাদেব তার সঙ্গীত শুরু করলেন। কিছুকাল অতিক্রম হলে সেখানে মহাদেবের সংগীত সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছালো। তখন নারায়নের (বিষ্ণুর) পাদ পদ্মের কাছ থেকে কিছু গলে যেতে শুরু করল এবং জলধারা বইতে শুরু করল এবং হিন্দু মাইথোলজি, বা পুরানে এইখানে মা গঙ্গার সৃষ্টি হয়েছে বলে বলা হয়েছে। তাড়াতাড়ি ব্রহ্মা তাঁর কমন্ডুলুতে গঙ্গাকে তুলে নিলেন। এরপর প্রবাহিত গঙ্গার সুমধুর জল স্নানে সমস্ত রাগ রাগিনীদের শুদ্ধ হয়ে মুক্তি লাভ সম্ভব হয়। তারপর থেকেই মা গঙ্গা, মানব সমাজ ও সভ্যতাকে বাঁচিয়ে বাড়িয়ে রেখেছেন যার করুণায় আমরা বেঁচে আছি।